পঞ্চগড়

এমপিওভুক্তির পর উঠছে ঘর

লুৎফর রহমান, পঞ্চগড় ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৪ মিনিটে

প্রিন্ট

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় নতুনহাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ এমপিওভুক্তি ঘোষণার পর সাইনবোর্ড টানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবারের ছবি। ছবি : কালের কণ্ঠ

অ- অ অ+

সম্প্রতি ঘোষিত এমপিওভুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির খবর শুনে রাতের আঁধারে পঞ্চগড়ের একটি প্রতিষ্ঠানে সাইনবোর্ড স্থাপন, ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার রাত থেকে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার ঝলইশালশিরি ইউনিয়নের নতুনহাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ নামের ওই প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করে কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়। রাতেই ইট গেঁথে ভবনের ভিত্তি কাঠামো দাঁড় করানো হয়। টানিয়ে দেওয়া হয় কলেজের নামসংবলিত সাইনবোর্ড।

বৃহস্পতিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, নতুনহাট বাজারের অদূরেই হোসনাবাদ ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসাসংলগ্ন একটি জমিতে ওই কলেজের সাইনবোর্ড টানানো হয়েছে। কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিক জোরেশোরে ইট দিয়ে ভবন নির্মাণের কাজ করছেন। ইটের গাঁথুনির পাশাপাশি টিউবওয়েল বসানোর কাজ করছে কয়েকজন। কয়েকজন শ্রমিক বালু ফেলার কাজ করছে। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নির্মাণসামগ্রী। তবে এ সময় কলেজের কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়নি। কলেজের কার্যক্রম কোথা থেকে পরিচালনা করা হয় তাও জানে না স্থানীয়রা।

খবর নিয়ে জানা যায়, পঞ্চগড় বিসিকনগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ দেলদার রহমান এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্থানীয়রা জানায়, নামে থাকলেও এখানে কলেজের কোনো কার্যক্রম ছিল না। কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো দেলদারের কলেজ থেকেই। ক্লাসও হতো সেই কলেজেই। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্তির তালিকায় কিভাবে গেল–সেটিই এখন স্থানীয়দের কাছে বড় প্রশ্ন!

দেলদার রহমানের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি নিজেকে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি বলে দাবি করেন। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ তাঁর স্ত্রী শামীমা নাজনীন। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানে ২০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ছে। শিক্ষক রয়েছেন ছয়জন। চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৬০ জন। পাস করে ৫৮ জন। কাগজে-কলমে সব ঠিক রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

রাতারাতি ভবন নির্মাণের বিষয়ে জানতে চাইলে দেলদার বলেন, ‘আমার ঘর আমি যখন খুশি তখন ওঠাব।’ সাংবাদিকরা ওই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের তথ্য দেখতে ও জানতে চাইলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তিনি।

খবর নিয়ে জানা যায়, পঞ্চগড়ে এবার চারটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম এমপিওভুক্তির তালিকায় স্থান পায়। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে তেঁতুলিয়ার শালবাহান উচ্চতর মাধ্যমিক বিএম অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, একই উপজেলার ভজনপুর নগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, বোদা উপজেলার নতুনহাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ও

দেবীগঞ্জ উপজেলার সোনাহার টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ। শুধু নতুনহাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজই নয়, বাকি তিনটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও নাজুক। কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম নেই।

এদিকে এমপিওভুক্তির তালিকায় উঠে আসা পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার আলোয়াখোয়া ইউনিয়নের সন্দেশদিঘি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা আরো করুণ। বিদ্যালয়টির নামমাত্র একটি ভবন থাকলেও তাতে কোনো বসার ব্যবস্থা নেই। নেই কোনো শিক্ষা কার্যক্রমও। ২০১০ সালে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় পাঁচজন শিক্ষার্থী। ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় দুজন, ২০১৭ সালে পাঁচজন এবং ২০১৮ সালে ১৩ জন অংশ নেয়। এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকায় আসায় বিষয়টি নিয়ে সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই এ ব্যাপারে পুনঃ তদন্তের দাবি তুলেছে।

মোহাম্মদ আজম নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, ‘এ রকম ভুঁইফোড়, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান কিভাবে এমপিওর তালিকায় নাম আসে সেটাই প্রশ্ন।’ বিষয়টি আরো তদন্ত করে এমপিওভুক্তি চূড়ান্ত করার দাবি জানান তিনি।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিমাংশু কুমার রায় সিংহ বলেন, ‘এমপিওভুক্তির বিষয়ে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। এমপি, সচিব ও মন্ত্রীরা কিভাবে এনপিওভুক্তির তালিকা করেছেন–তা তাঁরা ভালো বলতে পারবেন।’

মন্তব্য

সাতদিনের
সেরা